উত্তরন-১১ তম খণ্ড
(শারদ সংখ্যা) ২০২১

ক্ষমা

বিধান চন্দ্র দে

(এক)

আঠারো মাসের বিবাহিত জীবনের শেষ মাসটায় ক্ষমা যেন বড় বেসুরো বাজছে। নিবিড় মনে মনে ভাবলো। তুমি কি জাননা আমি আজ জম্পুই হিলস যাবো। কত কাজ আই এস, ই নিজে যাবেন, স্পট এনকোয়ারি হবে। রাত হয়ে যাবে খাবার তৈরী থাকলে তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও, শান্ত গলায় বলল নিবিড়। 'খাবার' চড়া গলায় বলল ক্ষমা, কিছুই রাঁধিনি। ইচ্ছে করেনি। তোমার ইচ্ছে হলে তুমি নিজেই কিছু বানিয়ে খাও। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। নিবিড় বললো, ঘরে জল ঢুকছে দেখতে পাচ্ছনা বুঝি ? জলের ছাঁটে বিছানা ভিজে যাবে, মেঝেতে জল জমে একশা হবে, জানালা গুলোওত সবগুলো খোলা। টিনের চালে ঝমঝম করে বৃষ্টির জল পড়ছে যেন কোন মিউজিশিয়ান উচ্চ তানে সুরমুর্ছনা ছড়িয়ে দিচ্ছে, তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে নিবিড় ও ক্ষমার ঝগড়া। ভেবেছো আমি কিছু টের পাইনা উত্তেজিত গলা ক্ষমার। এত বাহারি জিনিসপত্তর, দামি কাপড়চোপড় আসছে কোথা থেকে। দিনের পর দিন তুমি রসাতলে যাবে এ আমি কিছুতেই সহ্য করবোনা। আজই তুমি সেই টাকার বান্ডিলটা ফেরত দিয়ে আসবে। উত্তেজনা ক্ষমার কণ্ঠে ? এসব একটু আধটু সবাই নেয়, তা নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধালে হয়না, তোমার জন্যই তো সব কিছু। এত মেজাজ দেখাচ্ছো কেন ?- সহাস্যে নিবিড় বলল।

কিছু চাইনা আমার। লজ্জা করলোনা তোমার এভাবে ব্যাপারটাকে নিতে ? আমার সামনে থেকে সেরে যাও। নিবিড়ের মনে হয় ক্ষমা কোনদিনই তাকে ভালোবাসতে পারেনি। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যখানে এসে দাঁড়াল নিবিড়। বিছানার একপাশে স্তূপীকৃত কাপড় চোপড় একটা আধখালো ম্যাগাজিন, চাদরটা কুচকানো। মাথার চুল এলামেলো করে চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে ক্ষমা। ক্ষমার নরম সুন্দর হাতটা টেনে নিল নিবিড় নিজের শক্ত হাতে। ছোঁবে না আমাকে চেঁচিয়ে উঠলো ক্ষমা। আমি মরে যাব-বলতে বলতে হাত ছাড়িয়ে দূরে সরে গেল ক্ষমা। মাথা ঠুকতে শুরু করলো দেওয়ালে। টেনে শাড়ির কলমীলতা আঁচলটা ছিড়ে ফেলল।

এমন জঘন্য জীবন কেন যে হল আমার। বলে আবার গিয়ে বিছানায় ঝাপিয়ে পড়ল। নিবিড় বসে রইল ঠায় চেয়ারে। সে ইলেট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ার। কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনের প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলে সে ইলেট্রিক লাইন কানেকশনের কাজে অনেকদিন ধরে জড়িয়ে আছে। প্রতিটা পোষ্ট থেকে পোষ্টে আলো জ্বলে ওঠে আর অন্ধকার দূর হয়। এই পাহাড়ি জনপদে নিবিড়ও আলোক দূত প্রমিথিউসের ব্রত পালন করে চলেছে। চিন্তিত মনে নিবিড় ভাবে কেন ক্ষমা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ক্ষেপে যাচ্ছে। সে তো ক্ষমাকে কিছু বলেনি, তা হলে এত বিরক্ত কেন ? মেয়েদের চরিত্র সত্যিই ভারি অদ্ভুত। এত খুঁত খুঁতে আর নরম সরম মন নিয়ে ক্ষমা গড়ে উঠেছে যা নিবিড় বুঝে উঠতে পারেনি। অথচ ক্ষমার জন্য কত না এ্যাই,......

(দুই)

নানা ঘটনায় জীবনের প্রতি যখন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল নিবিড়, সেই সময় ওর দেখা হয়েছিল ক্ষমার সঙ্গে। ওর অবস্থা তখন মরুভূমিতে দিশেহারা যাযাবরের মতো। শরীরে হাঁড় পাঁজরা ছাড়া কিছুই নেই। বি.ই পাশ বেকার। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে দিন কাটানো। ক্লাবের দুগ্গো পূজায় প্যান্ডেল ডেকোরেশনের ডিজাইন করা আর রাত জেগে চা-সিঙাড়া-সিগরেট ফুকে সময় শেষ করার

ক্রমাগত প্রচেষ্টা। কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময়ে প্রেম-ভালোবাসার কিঞ্চিত বারি বর্ষন তার ওপরেও হয়েছিল। দুই-একজন ফার্স্টইয়ারের ছাত্রী পারফিউমের গন্ধে তাকে মোহিত করেছিল-ঐ পর্য্যন্তই। কিন্তু বন্ধুদের নখরাবাজিতে ঊষর মরুভূমি পরিণত নিবিড়ের জীবন। তখন মরুবক্ষে জল সিঞ্চন করতে আবির্ভূত হল হঠাৎ করে ক্ষমা। সেও এক ঝড়- বাদলের রাত। সবে চাকরী পেয়েছে ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টে জে.ই পদে কাঞ্চনপুরে।

রাত প্রায় ন'টা হবে। জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। নিবিড় রেণকোটে ঢেকে কর্মস্থল থেকে আড্ডা মেরে কোয়ার্টারে যাচ্ছিল। বিদ্যুৎ ঝলকানির আবছা আলায়ে সে দেখতে পেল একটা ভেজা বকের মতো যুবতী কোয়ার্টারের পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নিবিড় কাছে এসে দেখলো ভেজা কাপড়ে ও মৃদু হাওয়ায় মেয়েটা কাঁপছে। গোড়ায় নিবিড়ের কথার কোন উত্তর সে দিল না। নিবিড় ওকে ঘরে আসতে বলল।

কিন্তু সে নিবিড়ের কথায় সাড়া দিল না। যেমন ছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ।

-এইভাবে ঠান্ডা বাতাসে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়-নিবিড় বললো-ভিতরে এসে বসো।

সন্তর্পণে চৌকাঠের দিকে পা বাড়ালো সে। হাতে একটা ছোট সুটকেস। চোখে রক্তিমা, গালে চোখের জলের দাগ লেগে আছে। চওড়া পাড়ের হালকা সবুজ শাড়ী আর সাদা ব্লাউজে সে নিবিড়ের দিকে এমন ভাবে তাকালো যেন হরিণ তাকিয়ে আছে বাঘের দিকে।

আশ্বাস দিয়ে নিবিড় বলল-ভয় পাবার কিছুই নেই, ভেতরে এসে বসো। মেয়েটি ভেতরে আসার পর দরজাটা বন্ধ করে দিল নিবিড়

-কোথায় যাবে তুমি ?

মিউজিক্যাল ঘড়িটা সুন্দর কনসার্ট বাজিয়ে রাতের বয়স বাড়ার সংকেত দিয়ে দিল।

-কথা না বলো, অন্ততঃ পাশের ঘরে গিয়ে ভিজে কাপড়টা বদলে নাও। আমি এখানে একাই থাকি। আমাকে ভয় পাবার কিছুই নেই। আ-মি

বলার প্রয়োজন নেই। বীনার ঝংকারের চেয়েও মধূর স্বরে বলল মেয়েটা।

-আমার কাছে তোমাকে দেবার মতো কোন কাপড় নেই। একটু যেন বিপন্ন শোনালো নিবিড়ের গলা।

কোনো কথা না বলে নিজের সুটকেস থেকে একটা আবীর রঙের শাড়ী বের করে অন্য ঘরে চলে গেল রাতের অচেনা অতিথি।

একটু চেঁচিয়ে নিবিড় বলল, -কিছু খেয়েছো ?

আমার কিছুর দরকার নেই-আস্তে গলায় বলল মেয়েটি। তারপর দরজা ঠেলে এ ঘরে এসে বসলো খাটের এককোণে।

তুমি আমার অতিথি, অন্ততঃ এক কাপ চা তোমাকে খেতেই হবে-বলে হাসতে লাগলো নিবিড়। মেয়েটা বসে রইল নীরব- নিশ্চুপ। তখন নিবিড় নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, তুমি বসো, আমি চা নিয়ে আসছি। তার আগে বলো তোমার নাম কী ? ক্ষমা। মাথা নিচু করেই মিষ্টি গলায় বলল সে। চা তৈরী করতে নিবিড় ভিতর ঘরে চলে গেল। জানালার শিকে বাঁধা দড়িতে ক্ষমার মেলে দেওয়া শাড়ি-সায়া ঝুলছে। এই প্রথম একটা মেয়েলি গন্ধে ভরে গেছে ঘরটা। নিবিড় নিজের অজান্তে আলতো করে শাড়ির আঁচলে একটা চুম্বন একে দিল।

স্টোভ জ্বালিয়ে চা করে, দু'টি কাপে করে নিয়ে এলো নিবিড়।

এই নাও চা খেয়ে দেখো হয়েছে কিনা ? নিবিড় এগিয়ে দিল কাপ।

ক্লান্তি মাখা মুখ মন্ডলেও ক্ষমার গালে সুন্দর টোল পড়ে, নিবিড় তাকিয়ে ভাল করে একবার দেখলো।

কি ঘুম পাচ্ছে ? নিবিড় বলল।

ক্ষমা বলল আমি এই চেয়ারেই শুচ্ছি।

না-না পাশের ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ো। আমি চেয়ারে শোব। ক্ষমা আপত্তি করলনা। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। নিবিড়ের চোখে সে রাতে আর ঘুম এলো না। অনেক কথাই ভাবতে লাগল সে। এ কে ? কোথা থেকে এলো ? কেন এলো ? এই অসহায় অবস্থার কারন কি ? চোখে জল কেন ? একটার পর একটা সিগারেট শেষ হয়ে গেল ভোর অব্দি।

(তিন)

দরজা খুলে বেড়িয়ে এলো ক্ষমা।

সুপ্রভাত বলল নিবিড়।

মাথা নিচু করে সেও প্রত্যুত্তরে বলল সুপ্রভাত।

ঘুম হয়েছিল তো ?

হ্যাঁ।

স্নান করবে ?- সাবান, তেল, শেম্পু, মাজন বাথরুমেই আছে। সেরে ফেলো। আমি চা পরোটা কিনে আনছি-বলে নিবিড় বেড়িয়ে গেল।

স্নান সেরে ফেলল ক্ষমা। অনেকটা ক্লান্তিমুক্ত বোধ করল সে। ইচ্ছে করেই শরীরে অনেকটা জল ঢেলে স্নাত হলো। এক এক মগ জল ঢালার ফাকে সে নিবিড় কে পরিমাপ করতে চাইছে। - লোকটা সম্ভবত অবিবাহিত। নাম জেনে ফেলেছে নেম প্লেট থেকেই। নিবিড় দেবরায়, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার। ফলে নাম কাম অস্থায়ী ধাম জানা হয়ে গেছে ক্ষমার। কিন্তু তাতে কি আসে যায়, আজই তো তাকে চলে যেতে হবে প্রয়োজনে এই পৃথিবী ছেড়েই। তবু মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো ক্ষমা, একটি যুবতি মেয়ে, একটি রাত অচেনা এক ব্যক্তির ঘরে নিরপদ্রবে কাটানোর জন্যে।

নিবিড়ও স্নান সেড়ে নিল। দু জনে একসঙ্গে চা-পরোটা খেল। এতক্ষনে পরিষ্কার চোখে ক্ষমার মুখ দেখল নিবিড়। সে মুখে হতাশা-বিষাদের ছায়া।

অফিসে যাবার জন্য ওঠে পড়লো নিবিড়। ব্লু পেন্ট, সাদা শার্ট আর বাদামী রঙের শু পড়ে নিল। তারপর, ক্ষমাকে জিঞ্জেস করল-তুমি কোথায় যাবে ? ক্ষমার আয়তো চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। অবনত মস্তকে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল। এই রকম কাঁদতে দেখেছে সে বহু বছর আগে লাবণ্য মাসীকে। তখন বয়স কম, প্রায় কিছুই বুঝতো না। শুধু এইটুকু জেনেছিল যে মেসো আরেক জায়গায় কোন এক উপজাতি মেয়েকে বিয়ে করেছে।

কাঁদছো কেন ?

এমনি- আঁচল টেনে চোখ মুছলো ক্ষমা।

কাল রাতে কোথা থেকে এলে ?

হাসপাতাল থেকে।

তুমি কি নার্স ?

না

ডাক্তার ?

না।

ডাক্তারি পড়ছ ?

না ?

কাজ টাজ করো ?

না।

বাড়ি কোথায় ?

ক্ষমা ঠিকানা বলল.......

আশি নব্বই কিলোমিটার দূরে সে স্থান।

সেখানে কি করতে ?

পড়তাম।

কোন ক্লাসে ?

বি, এ

মা, বাবা আছেন ?

হ্যাঁ

বাবা কী করেন ?

অফিস সুপারিনটেনডেন্ট।

বাড়িতে ঝগড়া করে এসেছ ?

ক্ষমা চুপ করে রইল।

বাড়ি যেতে চাও ?

না। অনেকটা দৃঢ় ভাবে বলল ক্ষমা।

তবে কোথায় যাবে ?

জানিনা।

নিবিড় স্তম্ভিত। একবার ভাবল এ মেয়ে পাগল। কিন্তু কথায় বার্তায় তো সে রকম মনে হয়না। বেশ কিছুক্ষন ভাবল সে। তারপর সে ভবিষ্যত স্থির করে নিল বিশাল জন জমায়েতের সামনে সবার আগে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে বক্তার যে অবস্থা হয় সেই চাঞ্চল্য আর ভীরুতার মধ্যে পড়ল নিবিড়।

আমি কিছু বলতে চাই। নিবিড় বলল আমি তোমার কাছে আর তুমি আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মাত্র গতকাল রাতের দেখা। তোমার মা, বাবা আছেন, বাড়ি আছে। অথচ তুমি বলছ। তোমার যাবার জায়গা নেই। কেন, আমি জানিনা। আমার জানার আগ্রহ নেই। আমার ইচ্ছে, এখন থেকে আমরা একসঙ্গে থাকি।

ক্ষমার কর্ণপটহে কথাগুলো এমন অনুরনন সৃষ্টি করল যেন ওর সামনে দাঁড়িয়ে কোন সৌম্য সুন্দর দ্যুতিমান দেবতা দৈববানী শোনাচ্ছেন।

কিছুক্ষন দুজনেই নিশ্চুপ। পরে ক্ষমা বলল আমি কী ভাবে থাকব ? নিবিড় খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠল। সে প্রত্যাখাত হবার ভয়ে ভীত ছিল। এবার সাহস পেয়ে গম্ভীর হয়ে বলল- আমার স্ত্রী হয়ে। আমি তোমাকে বিয়ে করবো। বিয়ে ? ক্ষমা স্তম্ভিত হল। হ্যাঁ। অপলক নয়নে মৃদু হেসে গালে টোল ফেলে নিবিড়ের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা বলল- আপনি মহৎ। তবে আপনার জীবনের সঙ্গে নিজেকে

জড়ানোর মতো যোগ্যতা আমার নেই।

থাক আমিও তো মহাত্মা নই।

আমি আপনাকে ঠকাতে চাই না।

এতে ঠকানোর কী আছে।

আপনি আমাকে জানেন না।

নারী আর পুরুষ কখনোই পরস্পরকে ভালো করে জানতে পারেনা। এ এক আত্মার পারস্পারিক সহমর্মিতা আর সৌন্দর্য্যের উপলব্ধী। ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছিল নিবিড়। ক্ষমা তবু নিরস্ত হলনা। বলল আমি খুব খারাপ মেয়ে। আমার অতীত নষ্ট।

আমার অতীত ও খুব সুন্দর নয়, -বলল নিবিড়। পুরনো কথা ভুলে বর্তমানকে আমরা দু জনে মিলে সুন্দর করে সাজাতে পারি।

আপনি কিছুই জানেন না-দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল ক্ষমা। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, হাসপাতালে আমি একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছি।

খানিকক্ষন দুজনেই কোন কথা বলতে পারলনা।

বাচ্চা কোথায় ? নিবিড় নীরবতা ভাঙল।

মারা গেছে।

স্বামী কে ?

আমি অবিবাহিত।

বাচ্চার বাবা কে ?

আমার এক সহপাঠী।

কে সে ?

সে আমাকে পরিত্যাগ করে বিদেশে পালিয়েছে।

ব্যস এইটুকু......... নিবিড় সহাস্যে বলল- এইটুকু ভুল শুধরে নেবার জন্য সারাজীবন পড়ে আছে। আমি তোমাকে গ্রহন করতে চাই, অবশ্য যদি তোমার সম্মতি থাকে।

সেই থেকে আজ আঠারো মাস ক্ষমা আর নিবিড় দু জনে দুজনার হাত ধরে সংসার ধর্ম পালন করে চলেছে।

(চার)

রাত প্রায় দশটা। কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলে ক্ষমা দেখল নিবিড়কে। বারান্দার আলোটা এসে পড়েছে নিবিড়ের মুখে, এক অনাবিল স্নিগ্ধতার হাসি হেসে এক থোকা সাদা ফুল হাতে দাঁড়িয়ে নিবিড়। এসো। এত রাত হল যে। ক্ষমা আড়চোখে দেখল। নিবিড় সাদা ফুলের থোকা তুলে দিল ক্ষমার হাতে। বলল বান্ডিলটা ফেরৎ দিয়ে এলাম। ফুলের তোড়াটা হাতে হাতে নিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল ক্ষমা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো, আমি আমসার আরাধ্য দেবতাকে ধ্বংসের পথে যেতে দিতে পারি না।

নিবিড় কান্না মাখা ক্ষমার মুখটা নিজের বুকে চেপে ধরল।

* * *